যুগান্তর

তারিখ 31 MAY 2015
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

এসএসসি পরীক্ষার ফল

শিক্ষার মানের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে

গতকাল সারা দেশের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। গড় পাসের হার ৮৭ দশমিক ০৪ শতাংশ। গত বছর এ হার ছিল ৯১ দশমিক ৩৪ শতাংশ। এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ লাখ ১১ হাজার ৯০১ জন। গতবার এ সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৪২ হাজার ২৭৬। দেখা যাচ্ছে, গতবারের তুলনায় পাসের হার যেমন কমেছে তেমনি কমেছে জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যাও। বিশেষজ্ঞরা এর কারণ ব্যাখ্যা করবেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, হরতাল-অবরোধে পরীক্ষায় বিঘ্ন সৃষ্টি না হলে পাসের হার বাড়ত। সত্য বটে, ২০ দলীয় জোটের হরতাল-অবরোধের কারণে এসএসসি পরীক্ষা এবার মোট ১৬ দিন পেছানো হয়। পরীক্ষাগুলো নেয়া হয় সাপ্তাহিক ছুটির দিনে। ফলে ১০ মার্চ এসএসসির তত্ত্বীয় পরীক্ষা শেষ হওয়ার কথা থাকলেও শেষ হয় ৩ এপ্রিল। পরীক্ষার্থীদের ওপর পরীক্ষার সময়সূচির এ ছন্দপতনের প্রভাব পড়া স্বাভাবিক। সার্বিক ফলাফল গতবারের চেয়ে খারাপ হওয়ার এটি একটি কারণ হতে পারে। অন্য কোনো কারণ রয়েছে কি-না তাও খতিয়ে দেখা দরকার। গত ছয় বছরের মতো এবারও পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যেই ফল প্রকাশিত হয়েছে, এটি একটি ভালো দিক। এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।

আগের কয়েক বছর ধরে এসএসসির পাসের হার উত্তরোত্তর বাড়ছিল। এবার তাতে ছেদ পড়লেও পাসের হার তথা ফলাফল খারাপ হয়েছে এমনটি বলার সুযোগ নেই। মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়ন হয়েছে, এটা অস্বীকার যাবে না। এরপরও কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। মাধ্যমিকে পাসের হারের উল্লম্ফন শুরু হয়েছে অবজেকটিভ প্রশ্নপত্র প্রবর্তনের পর। এরপর চালু হয়েছে সৃজনশীল পদ্ধতির প্রশ্নপত্র। এসবের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের মুখস্থবিদ্যার ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আনা, সন্দেহ নেই। এ ধরনের টিকচিহ্ননির্ভর প্রশ্নপত্র পরীক্ষায় নম্বর বাড়াতে সহায়ক হচ্ছে। তবে এর মাধ্যমে শিক্ষার মান কতটা বাড়ছে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। পাসের হার ও জিপিএ-৫ এর সংখ্যা বৃদ্ধির চেয়েও বেশি জরুরি শিক্ষার মান বাড়ানো। এক্ষেত্রে বাস্তব অগ্রগতি কতটা, তার নিরীক্ষা হওয়া দরকার। পাসের হার বৃদ্ধির পেছনে সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও কাজ করে আজকাল। শিক্ষা বোর্ডগুলোর প্রতি নাকি সে অনুযায়ী নির্দেশনাও থাকে। এভাবে শিক্ষার মানের সঙ্গে আপস করে পরীক্ষায় পাসের হার বাড়িয়ে সাময়িকভাবে রাজনৈতিক ফায়দা যদিবা কিছু লাভ করা যায়, শিক্ষা ক্ষেত্রে এর কোনো ইতিবাচক প্রভাব পড়ে না। কারণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের একটি বড় অংশ পরবর্তী ধাপে পৌঁছানোর আগেই ঝরে পড়ে। এ বাস্তবতায় শিক্ষার মান বাড়ানোর বিষয়ে সরকারের আরও দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। এটা ঠিক, পরীক্ষায় নকলের প্রবণতা আগের তুলনায় কমেছে। তবে নোট-গাইডবইয়ের দৌরাত্ম্য ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের সংস্কৃতি বন্ধ হয়নি, যা শিক্ষার মানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব রাখছে।

দেশে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। বাড়ছে উত্তীর্ণের সংখ্যাও। কিন্তু সে অনুপাতে বাড়ছে না ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর ভর্তির জন্য ভালো মানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চাই। বস্তুত চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং দক্ষ শিক্ষক নিয়োগদান জরুরি হয়ে পড়েছে। এদিকে দৃষ্টি দেয়া অপরিহার্য। এবার যারা এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, তাদের সবার প্রতি রইল অভিনন্দন। যারা অকৃতকার্য হয়েছে, তাদের হতাশ হওয়ার কিছু নেই। আগামীতে ভালো ফলের জন্য এখন থেকেই তাদের প্রস্তুতি নিতে হবে।